জমি তৈরির সময় সমুদয় গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি কন্দ লাগানোর যথাক্রমে ৫০, ৮০ এবং ১১০ দিন পর উপরের বর্ণনামতে প্রয়োগ করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

হলুদ রোপনের পর খড় বা কচুরীপানা দিয়ে মালচিং করলে হলুদ ভাল গজায়। মাটিতে রস কমে গেলে সময়মত সেচ দেয়া প্রয়োজন। হলুদের ক্ষেতে অতি বৃষ্টির সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সেজন্য দ্রুত নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সারির মাঝখানে সার প্রয়োগ করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিস্কার করে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। এ ঝুরঝুরা মাটি সারির ১৫-২০ সে.মি. উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে।

রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

উল্লেখযোগ্য রোগের মধ্যে লিফ ব্লচ, লিফস্পট, রাইজোম রট (কন্দ পচা) এসব রোগ দেখা যায়। এসব রোগ দমন করতে হলে ডায়থেন এম-৪৫ নামক ছত্রাক নাশক প্রয়োগ (২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। একই জমিতে প্রতি বছর হলুদ বা আদা ফসল চাষ করা উচিত নয়।

পোকামাকড়ের মধ্যে হলুদের কান্ড ছেদক পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, থ্রিপ্স এসবের আক্রমণ হতে পারে। ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি, ২০ মি.লি. পরিমাণ ওষুধ প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ

আমাদের দেশে সাধারণত রোপনের ৯-১০ মাস বা ২৭০-৩০০ দিন পর হলুদ সংগ্রহ করা যায়। গাছের কান্ড শুকিয়ে গেলে হলুদ সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলির ফলন প্রতি হেক্টরে ২৫-৩০ টন (কাঁচা)। ১০০ কেজি কাঁচা হলুদ থেকে ২০-২৫ কেজি শুকনো হলুদ পাওয়া যায়।

গ্রন্থণাঃ

কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

ডিজাইন

রত্নেশ্বর সূত্রধর

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

প্রকাশনা, প্রচার ও মুদ্রণেঃ

দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কার্যক্রম নিবিড়করণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

২৫,০০০ কপি, মার্চ ২০১৪।

হলুদ

দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কার্যক্রম নিবিড়করণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

কৃষি তথ্য সার্ভিস
কৃষি মন্ত্রণালয়

মসলা হিসাবে হলুদ বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। মসলা ছাড়াও আচার অনুষ্ঠানে ও ওষুধি হিসেবে হলুদের ব্যবহার খুবই ব্যাপক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট চাহিদার তুলনায় হলুদের ঘাটতি রয়েছে, তাই হলুদের আবাদের এলাকা বৃদ্ধি করে উৎপাদন বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে প্রায় ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে হলুদের চাষ হয় এবং উৎপাদন প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার টন। একর প্রতি স্থানভেদে হলুদ চাষে কৃষকের খরচ হয় প্রায় ১২ হাজার ৪০০ টাকা এবং ফলন হয় প্রায় ১২ টন (কাঁচা অবস্থায়) যা শুকনো অবস্থায় পাওয়া যায় ৩ টন বা ৩০০০ কেজি। ফলে মোট আয় ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। অতএব, হলুদ চাষে কৃষকের প্রকৃত আয় ১ লাখ ৮২ হাজার ৫৭০ টাকা।

হলুদে ভিটামিন 'এ' এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে খনিজ পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম ও আয়রন পাওয়া যায়। ভিটামিন এ'র অভাবে চোখে কম দেখা ও রাতকানা রোগ হয়ে থাকে। ক্যালসিয়াম ও আয়রনের অভাবে দাঁতের ক্ষয়রোগ, হাড়ের গঠন বাধাগ্রস্থ হয় এবং শরীরে রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।

কোনো ধাতব বা মাটির পাত্রে পানি দিয়ে হলুদ ধীরে ধীরে জ্বাল দিয়ে ৩০-৪০ মিনিট পর্যন্ত সিদ্ধ করা হয়। এভাবে হলুদ সিদ্ধ করার পর ১২-১৩ দিন রোদে শুকিয়ে হলুদ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা হয়। হলুদ প্রসাধনী, ওষুধ শিল্পে, খাদ্য শিল্পে এবং সুগন্ধি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

হলুদের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

সব ধরনের মাটিতে কমবেশি হলুদ জন্মে তবে দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি হলুদ চাষের জন্য উপযুক্ত।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বারি হলুদ-১ (ডিমলা), বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী) বারি হলুদ-৩ ও বারি হলুদ-৪ নামে বাংলাদেশে বর্তমানে ৪ টি উন্নতজাত রয়েছে। ডিমলা জাতটি স্থানীয় জাতের তুলনায় ফলন প্রায় তিনগুন, গাছের উচ্চতা প্রায় ১০৫-১২০ সে.মি.। বপনের পর প্রায় ৩০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। হলুদের কন্দের ছড়া চওড়া। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৮-৩২ টন। প্রতি ৮ কেজি শুকনো হলুদ পেতে ৪০ কেজি কাঁচা হলুদের প্রয়োজন হয়। এ জাত লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

সিন্দুরী জাতটি স্থানীয় জাতের তুলনায় দ্বিগুণ ফলন দেয়। গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সে.মি.। বপনের পর থেকে প্রায় ২৭০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। হলুদের ছড়ার আকার মাঝারি। শাঁস আকর্ষণীয় গাঢ় হলুদ। ফলন হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ টন। প্রতি ১০ কেজি শুকনো হলুদ পেতে ৪০ কেজি কাঁচা হলুদের প্রয়োজন হয় (১:৪)। এ জাত লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি হলুদ-৩ ও ৪ জাত দু'টির গাছের উচ্চতা প্রায় ১১০-১২৫ সে.মি.। প্রতি গাছের মোথার ওজন প্রায় ১৫০-১৮০ গ্রাম হয়ে থাকে। রং গাঢ় হলুদ। বপনের ২৭০-৩০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ফলন হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ টন।

জমি তৈরি

ভালো ফলনের জন্য মাটির প্রকারভেদে গভীরভাবে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে এবং আগাছা পরিস্কার করে ভালোভাবে জমি তৈরি করে নিতে হবে।

রোপনের সময় ও পদ্ধতি

মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল (চৈত্র- বৈশাখ মাস) কন্দ রোপনের সময়।

কন্দ রোপন

সাধারণত ১৫-২০ গ্রাম ওজনের ১-২ কুঁড়ি বিশিষ্ট কন্দ হলুদ চাষে ব্যবহৃত হয়। ভালোভাবে জমি তৈরির পর ৫০ সে.মি. দূরত্বে সারি করে, সারিতে ২৫ সে.মি. দূরে দূরে ৫-৭ সে.মি. গভীরে সুস্থ কন্দ লাগাতে হয়। কন্দ লাগানোর চার সপ্তাহ পরেই মাটির উপরে পাতা বের হতে থাকে। বীজ হিসেবে হেক্টরপ্রতি প্রায় ২৫০০ কেজি কন্দ প্রয়োজন হয়।

সার প্রয়োগ

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	জমি তৈরির সময় (কেজি)	পরবর্তিত পরিচর্যা হিসাবে (কেজি)		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
			রোপনের ৫০-৬০ দিন পর	১ম কিস্তির ৩০-৪০ দিন পর	২য় কিস্তির ৩০-৪০ দিন পর
গোবর	৫ টন	সবটুকু	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০	-	১৫০	৭৫	৭৫
টিএসপি	২৭০	সবটুকু	-	-	-
এমওপি	২৩০	১১৫		৬০	৫৫
জিপসাম	১০৫-১২০	সবটুকু	-	-	-
জিংক সালফেট	২-৩	সবটুকু	-	-	-

* মাটির উর্বরতা ভেদে সারের পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে।